শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রাভুপাদকৃত 'ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য',
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'গৌড়ীয় ভাষ্য',
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত 'সারার্থ দর্শিনী' টীকা অবলম্বনে...
এছাড়াও ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ সংকলিত 'ভাগবত সুবোধিনী' গ্রন্থের বিশেষ সহায়তায়...

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য থেকে
বিবৃতি – গৌড়ীয় ভাষ্য
তথ্য – গৌড়ীয় ভাষ্য
অনুতথ্য (পাদটীকা) – ব্যক্তিগত অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন

পদ্মমুখ নিমাই দাস
p.nimai.jps@gmail.com

সূচিপত্র

১ম স্কন্ধ ১১শ অধ্যায় – ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রবেশ

১.১১ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রবেশ

- **১-৩ - শঙ্খ ধ্বনির দ্বারা ভগবানের আগমন সূচনা**
  - সংসারের মহাভয় বিনাশক সেই শঙ্খ-নিনাদ দ্বারকাবাসীর বিষন্নতা প্রশমন করে
- **৪-১০ - দ্বারকাবাসীর ভগবানকে অভ্যর্থনা প্রদান**
  - ৪-৫ - নগরবাসী শ্রীকৃষ্ণকে বিভিন্ন উপহার প্রদান করে
  - ৬-১০ - অভ্যর্থনা বাণী
- **১১-১৫ - দ্বারকা নগরীর সজ্জা**
  - ষড়ঋতুর ঐশ্বর্য সমন্বিত, উৎসব চিহ্নসমূহ, প্রতি গৃহে গৃহে প্রস্তুতি
- **১৬-২৩ - অভ্যর্থিত ভগবানের বিনিময়**
  - ১৬-২০ - ঘনিষ্ট আত্মীয়, বারবনিতাগণ, বিভিন্ন ধরনের লোকেরা
  - ২১-২৩ - শ্রীকৃষ্ণ তাদেরকে যথাযোগ্যভাবে সম্মান প্রদর্শন করলেন
- **২৪-২৭ - সর্ব সৌন্দর্যের আধার ভগবান**
  - ২৪-২৬ - সর্ব সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ ভগবান - বক্ষস্থল, মুখমণ্ডল, বাহুযুগল, পাদযুগল
  - ২৭ - অচিন্ত্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সমন্বিত দৃষ্টান্ত
- **২৮-২৯ - মাতাদের সাথে বিনিময়**
- **৩০-৩৫ - মহিষীদের সাথে বিনিময়**
  - ৩০-৩৩ - মহিষীদের প্রাসাদে ভগবানকে আলিঙ্গন
  - ৩৪-৩৫ - ভগবানের অচিন্ত্য লীলা
- **৩৬-৩৯ - ভগবানের দিব্য চরিত্র**
  - ৩৬ - ভগবানের অবিচলিত ইন্দ্রিয়
  - ৩৭-৩৮ - ভগবান ও ভক্ত প্রকৃতির গুণ-প্রভাবের অতীত
  - ৩৯ - এমনকি মহিষীরাও ভগবানকে জানেন না

অধ্যায় কথাসার – এই একাদশ অধ্যায়ে আনর্ত্তদেশ-বাসিগণের দ্বারা স্তুত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজপুরী দ্বারকায় গমনপূর্বক বন্ধুজনের সাথে মিলিত হয়ে, পরে কান্তাগণের রতি বর্ধন করলেন। (সারার্থ দর্শিনী)

১ শঙ্খ ধ্বনির দ্বারা ভগবানের - ৩- আগমন সূচনা

১.১১.১ – শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি –

সূত গোস্বামী বললেনঃ তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) আনর্তদের দেশে (দ্বারকা) তাঁর অতি সমৃদ্ধশালী মহানগরীর প্রান্তে উপস্থিত হয়ে তাঁর আগমন-বার্তা ঘোষণা করে যেন সেই দেশবাসীর বিষণ্ণতা প্রশমনের জন্যই তাঁর মঙ্গল-শঙ্খটি (পাঞ্চজন্য) ধ্বনিত করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবৎ-বিরহ – ভগবান যখন পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তাঁর নিত্য পার্ষদেরাও তাঁর সঙ্গে আসেন, ঠিক রাজার অনুচরেরা সব সময় রাজার সঙ্গে থাকেন। ভগবানের এই সমস্ত পার্ষদেরা হচ্ছেন নিত্যমুক্ত আত্মা এবং ভগবানের প্রতি তাঁদের গভীর অনুরাগের ফলে তাঁরা এক পলকের জন্যও ভগবানের বিরহ সহ্য করতে পারেন না।
- স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের লক্ষণ – মঙ্গল-শঙ্খের আগমন-সূচক ধ্বনি বিষাদ প্রশমিত করে তাঁদের **হৃদয়ে উৎসাহের সঞ্চার করেছিল**। তাঁরা সকলে তাঁদের মাঝখানে **ভগবানকে দর্শন করতে উৎসুক হয়েছিলেন** এবং তারা সকলে তাঁকে যথাযথভাবে **স্বাগত জানাবার জন্য তৎপর** হয়েছিলেন। এইগুলি ভগবানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের লক্ষণ।

১.১১.২ – ভগবানের করকমলে বিধৃত হয়ে ধ্বনিত শুভ্র শঙ্খের রক্তিমাভ রূপ ধারণ –

শুভ্র স্ফীতোদর শঙ্খটি পরমেশ্বর ভগবানের করকমলে বিধৃত হয়ে তাঁর দ্বারা ধ্বনিত হলে, তাঁর অপ্রাকৃত অধরোষ্ঠের স্পর্শে সেটি রক্তিমাভ হয়ে উঠেছিল।

(দৃষ্টান্ত) - তখন মনে হচ্ছিল, একটি শুভ্র রাজহংস যেন রক্তিমাভ কমলদলের মৃণাল মধ্যে উচ্চরবে খেলা করছে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- চিন্ময় জ্ঞানের আলোক – প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় জ্ঞানের আলোকে জড় বলে কোন বস্তু নেই, এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভের ফলে তৎক্ষণাৎ এই চিন্ময় জ্ঞানের আলোক প্রকাশিত হয়।
- শ্বেত শঙ্খ – ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম এবং ভক্তির দ্বারা, অর্থাৎ ভগবানের চিন্ময় সান্নিধ্যের ফলে সব কিছুই ভগবানের হস্তধৃত শঙ্খের মতো চিন্ময় রক্তিমা প্রাপ্ত হয়; এবং পরমহংস বা পরম বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা, চিন্ময় আনন্দরূপ জলে, ভগবানের পাদপদ্মরূপ পদ্মের দ্বারা নিত্য অলংকৃত হয়ে কলহংসের মতো ক্রীড়া করেন।

১.১১.৩ – শঙ্খ-নিনাদ শুনে তাঁর প্রতি দ্বারকাবাসীর দ্রুত ধাবন –

সংসারের মহাভয় বিনাশক সেই শঙ্খ-নিনাদ শুনে, সকল ভক্তবৃন্দের রক্ষাকর্তা পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শনের বহুপ্রতীক্ষিত বাসনায় দ্বারকাবাসী সকলেই তাঁর প্রতি দ্রুত ধাবিত হলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "ভগবানকে দ্রুত অভিবাদন করতে দ্বারকাবাসী ধাবিত হলেন"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – শঙ্খধ্বনি

- কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ এবং দ্বারকার কৃষ্ণ একই ব্যক্তি।
- ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানকে ছাড়া আর কাউকে তাঁদের রক্ষক বলে মনে করেন না।
- ভগবানের এই ধ্বনি ভগবান থেকে অভিন্ন।
- ভয় – আমাদের জড় আস্তিত্বের বর্তমান স্থিতি ভীতিপূর্ণ। মায়া নামক ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির সান্নিধ্যের ফলে সেটি হয়, কিন্তু ভগবানের ধ্বনি শ্রবণ করা মাত্রই আমাদেরও সমস্ত ভয় দূর হয়ে যায়। ভগবানের এই ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করে তাঁর দিব্য নাম।
- এই ধ্বনির আশ্রয় গ্রহণ করে আমরা জড় অস্তিত্বের সমস্ত ভয়াবহ সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারি।

৪-১০ - দ্বারকাবাসীর ভগবানকে অভ্যর্থনা

১.১১.৪-৫ – নগরবাসীরা তাঁদের উপহার সামগ্রী নিয়ে ভগবানকে অভ্যর্থনা জানাবার মানসে উপস্থিত হলেন –

নগরবাসীরা তাঁদের উপহার সামগ্রী নিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সমক্ষে উপস্থিত হলেন এবং যিনি পূর্ণ পরিতৃপ্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, যিনি তাঁর আপন শক্তির দ্বারা সকলকে নিরন্তর সব কিছু দিয়ে থাকেন, তাঁকে সেই অর্ঘ্যগুলি নিবেদন করলেন।

(দৃষ্টান্ত) - এই সকল উপহার সামগ্রী যেন সূর্যের কাছে প্রদীপ নিবেদনের মতোই হয়েছিল।

তবুও সন্তানেরা যেভাবে তাদের পিতা, বন্ধুবান্ধব এবং অভিভাবককে সমাদর করে থাকে, সেইভাবেই নগরবাসীরা পরমেশ্বর ভগবানকে অভ্যর্থনা জানাবার মানসে, দিব্য আনন্দে উচ্ছ্বসিত স্বরে কথা বলতে লাগলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সূর্যদেবকে দীপ নিবেদন – এখানে ভগবানকে কোন কিছু নিবেদন করার সঙ্গে সূর্যদেবকে দীপ নিবেদন করার তুলনা করা হয়েছে। তাপ এবং আলোক সমন্বিত সমস্ত বস্তুই সূর্যদেবের শক্তির প্রকাশ, কিন্তু তা সত্ত্বেও সূর্যদেবকে পূজা করার সময় দীপ নিবেদন করতে হয়। সূর্যপূজক কোন কিছু পাওয়ার আশা নিয়ে সূর্যদেবের পূজা করে, কিন্তু ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় ভক্ত বা ভগবান উভয়েরই কোন কিছু চাওয়ার প্রশ্ন থাকে না। সেটি কেবল ভগবান এবং ভক্তের মধ্যে শুদ্ধ প্রেম ও অনুরাগের লক্ষণ।
- ভগবান ঠিক কল্পবৃক্ষের মতো। কিন্তু পরম পিতা হওয়ার ফলে ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে এমন কোন কিছু দেন না যা ভক্তিমার্গে প্রতিবন্ধক হতে পারে।

১.১১.৬ – অদ্বিতীয় ভগবত্তা –

প্রজারা বললেনঃ হে প্রভু, আপনি ব্রহ্মা, চতুঃসন এবং ইন্দ্রাদি দেবতাদেরও পূজিত। যারা জীবনের পরম কল্যাণ লাভ করতে চায়, আপনি তাদের পরম গতি। আপনি জড়াতীত পরমেশ্বর ভগবান, এবং অপ্রতিহত কালও আপনার উপর তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- আশ্রিত ও আশ্রয়স্বরূপ ব্রহ্ম – জীব হচ্ছে আশ্রিত ব্রহ্ম, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন আশ্রয়স্বরূপ পরম ব্রহ্ম। সেই সরল সত্যটি যখন আমরা ভুলে যাই, তখনই আমরা মায়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ি; এবং তার ফলে আমরা ত্রিতাপ দুঃখের কবলীভূত হই, ঠিক যেভাবে মানুষ ঘন অন্ধকারে আবৃত হয়।

১.১১.৭ – ভগবানের পদাঙ্ক অনুসরণেই সর্ব সার্থকতা –

হে জগতের সৃষ্টিকর্তা, আপনি আমাদের মাতা, শুভাকাঙ্ক্ষী, প্রভু, পতি, পিতা, গুরু এবং আরাধ্য ভগবান। আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা সর্বতোভাবে সার্থক হয়েছি। তাই আমরা প্রার্থনা করি যেন আপনি সর্বদাই আমাদের উপর আপনার কৃপা বর্ষণ করেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- জীব ও ভগবানের নিত্য সম্পর্ক – মনুষ্য জীবন হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্কের কথা অবগত হয়ে পারমার্থিক জীবন লাভের একটি সুযোগ। ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিত্য। সেই সম্পর্ক কখনও ছিন্ন করা যায় না অথবা বিনষ্ট করা যায় না। সাময়িকভাবে তা ভুলে যাওয়া যায়, কিন্তু আমরা যদি তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করি, যা সর্বদা এবং সর্বত্র শাস্ত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তা হলে তাঁর কৃপায় সেই সম্পর্ক পুনর্জাগরিত করা যেতে পারে।

১.১১.৮ – ভগবানের দুর্লভ দর্শনে পরম সৌভাগ্যলাভ –

আহা, এটি আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, পুনরায় আপনার কৃপায় অনাথ আমরা সনাথ হয়েছি। আপনি স্বর্গের দেবতাদের দুর্লভ দর্শন। আপনি ফিরে আসায়, আপনার ঈষৎ হাস্যযুক্ত স্নেহদৃষ্টিময় বদনমণ্ডল এবং সর্বমঙ্গলময় এই অপ্রাকৃত রূপ আমরা দর্শন করতে পারছি।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরাই কেবল তাঁর শাশ্বত সবিশেষ স্বরূপ দর্শন করতে পারেন।
- ব্রহ্মাজী এবং ইন্দ্র আদি দেবতারাও, কেবল ক্ষীর সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর কাছে তাঁদের বার্তা প্রেরণ করতে পারেন। অতএব ভগবানকে দর্শন করা তাঁদের পক্ষেও দুর্লভ।

১.১১.৯ – অসহনীয় বিরহ –

হে কমললোচন শ্রীহরি, যখন আপনি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমাদের পরিত্যাগ করে মথুরা, বৃন্দাবন বা হস্তিনাপুরে গমন করেন, তখন আপনার বিচ্ছেদ-বিরহে এক মুহূর্ত সময়ও আমাদের কাছে কোটি কোটি বছরের মতো মনে হয়।

(দৃষ্টান্ত) - হে অচ্যুত, তখন আমাদের অবস্থা সূর্যের কিরণ থেকে বঞ্চিত চক্ষুর মতো হয়।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- কৃষ্ণ সূর্যসম – আমরা যেমন সূর্যের অনুপস্থিতিতে কোন কিছু দেখতে পাই না, তেমনই ভগবানের উপস্থিতি ব্যতিরেকেও আমরা কোন কিছু দেখতে পাই না, এমন কি আমরা নিজেদের পর্যন্ত দেখতে পাই না। তাঁকে ছাড়া আমাদের সমস্ত জ্ঞান মায়ার দ্বারা আবৃত হয়ে যায়।

১.১১.১০ – ভগবানের বিরহে জীবন ধারনে অক্ষম ভক্ত; ভগবানের দ্বারকা নগরীতে প্রবেশ –

হে প্রভু, আপনি যদি এইভাবে সব সময় প্রবাসে থাকেন, তা হলে সমস্ত তাপ মোচনকারী সুন্দর হাস্য শোভিত আপনার মুখমণ্ডল দর্শন না করতে পেরে কিভাবে আমরা জীবন ধারণ করতে পারি?

তখন ভক্তবৎসল ভগবান প্রজাদের এই প্রকার অভিনন্দনবাক্যসমূহ শ্রবণ করে সহর্ষে তাঁর চিন্ময় দৃষ্টিপাতের দ্বারা কৃপা বিস্তার করতে করতে দ্বারকা নগরীতে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শ্রীকৃষ্ণের প্রবল আকর্ষণ – শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ এতই প্রবল যে তাঁর প্রতি একবার আকৃষ্ট হলে তাঁর বিরহ আর সহ্য করা যায় না। কেন এমন হয়? কারণ আমরা সকলে তাঁর সঙ্গে শাশ্বত সম্পর্কে সম্পর্কিত।
- ঠিক যেমন সূর্যকিরণ সূর্যমণ্ডলের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কযুক্ত। সূর্যকিরণ সূর্যের বিকিরণের অণুসদৃশ অংশ। তাই সূর্যকিরণকে সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মেঘের দ্বারা তার বিচ্ছেদ সাময়িক ও কৃত্রিম, এবং মেঘ সরে গেলে সূর্যের উপস্তিতিতে সূর্যকিরণ পুনরায় তার স্বাভাবিক জ্যোতি প্রকাশ করে। তেমনই পূর্ণ পরম আত্মার অনুসদৃশ অংশ জীবেরা মায়ার কৃত্রিম আবরণের দ্বারা ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই মোহময়ী শক্তি বা মায়ার যবনিকা যখন উত্তোলন করা হয় তখন জীব ভগবানকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করতে পারে, এবং তখন তার সমস্ত দুঃখ দুর্দশা দূর হয়ে যায়।
- এখানে আমাদের দুঃখ-দুর্দশার সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে এবং তা নির্ভরও করছে আমরা তা গ্রহণ করব কি না তার উপর।

১১-১৫ - দ্বারকা নগরীর সজ্জা

১.১১.১১ – নাগলোকের ন্যায় সুরক্ষিত দ্বারকা নগরী –

নাগলোকের রাজধানী ভোগবতী যেমন নাগদের দ্বারা সুরক্ষিত, তেমনিই দ্বারকা নগরী শ্রীকৃষ্ণেরই মতো বলশালী মধু, ভোজ, দশার্হ, অর্হ, কুকুর, অন্ধক ও বৃষ্ণিদের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

১.১১.১২ – সর্ববিধ ঐশ্বর্য ও সম্পদে পূর্ণ দ্বারকা নগরী –

দ্বারকা নগরী সমস্ত ঋতুর সর্ববিধ ঐশ্বর্য ও সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে সর্বত্র পবিত্র বৃক্ষ ও লতা, আশ্রম, উদ্যান, উপবন, বিলাসকুঞ্জ এবং বিকশিত পদ্মে পূর্ণ সরোবর ছিল।

- শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – **“আদর্শ নগরী দ্বারকার বর্ণনা”**

১.১১.১৩ – উৎসবের চিহ্নসমূহ –

পরমেশ্বর ভগবানকে স্বাগত জানাবার জন্য পুরদ্বার, গৃহদ্বার এবং পথিপার্শ্বে নির্মিত তোরণসমূহ উৎসবের চিহ্নস্বরূপ ধ্বজ, পতাকা, কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লব, পুষ্পমাল্যের দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল, এবং সেগুলি সমবেতভাবে সূর্যকিরণকে রুদ্ধ করে ছায়া সৃষ্টি করেছিল।

১.১১.১৪ – পরিচ্ছন্ন নগরী –

রাজপথ, সঙ্কীর্ণ পথ, পণ্যবিপণী এবং অঙ্গনসমূহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিষ্কার করা হয়েছিল এবং তারপর সুবাসিত বারিতে পরিসিক্ত হয়েছিল। ভগবান

শ্রীকৃষ্ণকে স্বাগত জানাবার জন্য ফল, ফুল, এবং অভগ্ন শস্যাদির অঙ্কুরসমূহ সর্বত্র ছড়ানো হয়েছিল।

📖 ১.১১.১৫ – আবাসগৃহের সজ্জা –

প্রতিটি আবাসগৃহের দ্বারে দ্বারে দধি, অভগ্ন ফল, ইক্ষু এবং জলপূর্ণ কলস প্রভৃতি মাঙ্গলিক সামগ্রী রাখা হয়েছিল, এবং পূজার উপকরণ, ধূপ এবং দীপ প্রভৃতির দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছিল।

১৬-২৩ - অভ্যর্থিত ভগবানের বিনিময়

📖 ১.১১.১৬-১৭ – ভগবানের মূখ্য পার্ষদদের প্রতিক্রিয়া –

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাধামে আসছেন শুনে মহাত্মা বসুদেব, অক্রুর, উগ্রসেন, অদ্ভুত বলশালী বলদেব, প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ ও জাম্ববতী-নন্দন সাম্ব, সকলেই আনন্দের আতিশয্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে শয়ন, আসন, ভোজন পরিত্যাগ করেছিলেন।

📖 ১.১১.১৮ – পুষ্পাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যসহ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে গমন –

পুষ্পাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যসহ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে তাঁরা রথে চড়ে দ্রুতবেগে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য গমন করলেন। তাঁদের অগ্রে ছিল সৌভাগ্যের প্রতীকস্বরূপ রাজহস্তী। তখন শঙ্খ এবং তূর্য ধ্বনিত হচ্ছিল এবং বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল। এইভাবে তাঁরা তাঁদের প্রণয়পূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

❀ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "বৈদিক আতিথেয়তা"**

- **বৈদিক স্বাগতম** – বৈদিক প্রথায় কোন মহান ব্যক্তিকে স্বাগত জানাবার বিধি সেই ব্যক্তির প্রতি প্রীতি এবং শ্রদ্ধায় পূর্ণ এক পরিবেশের সৃষ্টি করে।

📖 ১.১১.১৯ – শত শত বিখ্যাত বারবনিতাগণের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থে গমন –

তখন শত শত বিখ্যাত বারবনিতাগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়ে বিবিধ যানসমূহে আরোহণ করে তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিল। তাদের সুন্দর মুখ-মণ্ডলে দোদুল্যমান বর্ণোজ্জ্বল কুণ্ডল শোভা পাচ্ছিল, যার ফলে তাদের কপোলদেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছিল।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – "বেশ্যারাও হচ্ছে প্রয়োজনীয় নাগরিক"

- কোন বারবনিতা বা বেশ্যাও যদি ভগবানের ভক্ত হয়, তা হলে তাকে ঘৃণা করা উচিত নয়।
- দ্বারকার মতো নগরীতে, সেখানেও বেশ্যা ছিল। সমাজ-ব্যবস্থার যথাযথ সংরক্ষণের জন্য বেশ্যারাও হচ্ছে প্রয়োজনীয় নাগরিক।
- সমাজে যে সংস্কারের প্রয়োজন তা হচ্ছে সমস্ত নাগরিকদের ভগবদ্ভক্তে পরিণত করার এক সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা।
- সভ্যতার প্রগতির মানদণ্ড হচ্ছে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য মানুষকে শিক্ষিত করা।

📖 ১.১১.২০ – স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে সুদক্ষ কলা-কুশলীদের শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা –

সুদক্ষ অভিনেতাগণ, শিল্পীবৃন্দ, নর্তকগণ, গায়কগণ, পৌরাণিকগণ, ভাটগণ এবং স্তাবকগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক লীলা চরিতকথাসমূহের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁকে যে যার মতো অভ্যর্থনা করতে লাগলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **সূত** – অভিজ্ঞ ঐতিহাসিক,
- **মাগধ** – বংশাবলী বিশারদ এবং
- **বন্দী** – বক্তারা
- **ভগবৎ-কেন্দ্রিক নাটক** – এমন কি একশ' বছর আগেও ভারতবর্ষে সমস্ত নাটকগুলি পরমেশ্বর ভগবানের অলৌকিক কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হত। এই সমস্ত নাটক সাধারণ মানুষদেরও মনোরঞ্জন করত।
- তার ফলে অশিক্ষিত কৃষকেরাও তা দেখে বৈদিক শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারতো।

📖 ১.১১.২১ – সম্মিলিত সকলকে শ্রীকৃষ্ণের যথোচিত সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন –

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পুরবাসী এবং আর যারা তাঁকে স্বাগত জানাতে এসেছিল, তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের সকলকে যথোচিত সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **'যথাবিধি'** – এখানে যথাবিধি শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি তাঁর প্রশংসক এবং ভক্তদের সঙ্গে যথাযথভাবে ভাবের আদান-প্রদান করেন।
- যারা ভগবানকে নিরাকার বলে, ভগবানও তাদের ব্যাপারে কোন উৎসাহ প্রদান করেন না। জীবের পারমার্থিক চেতনার বিকাশের মাত্রা অনুসারে ভগবান তাদের সঙ্গে আচরণ করেন এবং তাদের সন্তুষ্টি বিধান করেন।

📖 ১.১১.২২ – বিভিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের আচণ্ডাল সকলেই যথোচিত সম্মান প্রদর্শন –

সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাউকে মস্তক অবনত করে নমস্কার, কাউকে অভিবাদন করে, কাউকে আলিঙ্গন, কাউকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ, কাউকে ঈষৎ হাস্যযুক্ত দর্শন দানে এবং কাউকে বা অভীষ্ট বর এবং অভয় প্রদান করে, আচণ্ডাল সকলেই যথোচিত সম্মান করেছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **ভগবানের সমদর্শীতা** – ভগবান তাঁর ধাম থেকে কাউকেই অযোগ্য বলে পরিত্যাগ করেন না, তবে জীবের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে যে, সে ভগবানের এই করুণা গ্রহণ করবে কি না।

📖 ১.১১.২৩ – শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ –

তারপর সপত্নীক বৃদ্ধ গুরুজনগণ ও ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে ভগবান দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করলেন। সকলেই তাঁকে আশীর্বাদ করলেন এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- বৈদিক সমাজে ব্রাহ্মণেরা কখনও ভবিষ্যতের অবসর জীবন-যাপনের জন্য ধন সঞ্চয়ে আগ্রহী ছিলেন না।

২৪-২৭ - সর্ব সৌন্দর্যের আধার ভগবান

১.১১.২৪ – শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থে কুলরমণীগণের প্রাসাদশীর্ষে আরোহণ –

হে বিপ্রগণ, শ্রীকৃষ্ণ যখন রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন দ্বারকার কুলরমণীগণ তাঁকে দর্শন করার জন্য প্রাসাদসমূহের শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। তাঁদের কাছে তা এক মহোৎসবের মতো মনে হয়েছিল।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক** – **"ভগবৎ দর্শন-সর্বোত্তম মহোৎসব"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- অর্চা-বিগ্রহ বা অর্চা-অবতার – মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ভগবানের চিন্ময় রূপ ভগবান থেকে ভিন্ন নয়। ভগবানের এই রূপকে বলা হয় অর্চা-বিগ্রহ বা অর্চা-অবতার, এবং তা হচ্ছে এই জড় জগতের তাঁর অগণিত ভক্তদের তাঁকে সেবা করার সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি থেকে প্রকাশিত রূপ।
- স্ত্রী-পুরুষের কৃত্রিম সমানাধিকার – এই শ্লোক থেকে প্রতীত হয় যে সমস্ত দ্বারাকাবাসীরা বড় বড় প্রাসাদের মালিক ছিলেন। তা থেকে সেই শহরের সমৃদ্ধি সূচিত হয়। শোভাযাত্রা এবং ভগবানকে দর্শন করার জন্য রমণীরা ছাদের উপর উঠেছিলেন। মহিলারা রাস্তায় মানুষের ভিড়ে যাননি, এবং তার ফলে তাঁদের সম্মান অটুট ছিল। সেখানে পুরুষদের সঙ্গে তাদের কৃত্রিম সমানাধিকার ছিল না। স্ত্রীলোকদের পুরুষদের থেকে পৃথক রাখার ফলে তাঁদের মর্যাদা অধিক সুন্দরভাবে রক্ষা করা হয়। স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা করা উচিত নয়।

১.১১.২৫ – সমস্ত সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ –

দ্বারকাবাসীরা সর্বদা সমস্ত সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ অচ্যুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেও তৃপ্তি লাভ করতেন না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- তৃপ্তির স্বাভাবিক নিয়ম – যদি কোন জড় বস্তু বার বার দেখা হয়, তা হলে তৃপ্তির স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে তার প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকে না। তৃপ্তির এই নিয়ম জড় বস্তুর বেলায় কার্যকরী হলেও চিজ্জগতে কিন্তু তার কোন অবকাশ নেই। এখানে অচ্যুত শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা ভগবান যদিও কৃপাপূর্বক এই জড় জগতে অবতরণ করেছেন, তথাপি তিনি হচ্ছেন অচ্যুত। সমস্ত জীবেরা চ্যুত, কেননা তারা যখন জড় জগতের সংস্পর্শে আসে, তখন তারা তাদের চিন্ময় পরিচয় হারিয়ে ফেলে।

১.১১.২৬ – তাঁর সৌন্দর্যের চারটি দিক –

- শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থল লক্ষ্মীদেবীর বিলাসস্থান।
- তাঁর মুখচন্দ্র সৌন্দর্যরূপ অমৃত পানের আকাঙ্ক্ষীদের পানপাত্রস্বরূপ।
- তাঁর বাহু লোকপালকের আশ্রয় এবং
- তাঁর শ্রীপাদপদ্ম তাঁর মহিমা কীর্তনকারী শুদ্ধ ভক্তদের ধাম।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সমস্ত সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ – ভগবানের মুখমণ্ডল সমস্ত সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ। তারা যাকে সুন্দর প্রকৃতি বলে বর্ণনা করে, তা হচ্ছে তাঁর হাস্য; আর তারা যাকে পাখির সুন্দর কূজন বলে, তা হচ্ছে ভগবানের মৃদু কণ্ঠস্বরের প্রকাশ।
- সারঙ্গাণাং পদাম্বুজম্ - পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর সার, তাই তাঁকে বলা হয় সারম্। আর যারা তাঁর মহিমা কীর্তন করেন এবং তাঁর কথা বলেন, তাঁদের বলা হয় সারঙ্গ বা শুদ্ধ ভক্ত। শুদ্ধ ভক্তেরা সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভের জন্য লালায়িত থাকেন। পদ্মে এক প্রকার মধু হয়, যার অপ্রাকৃত স্বাদ ভক্তগণ আস্বাদন করেন। ভক্তগণ সর্বদাই মধুলোলুপ ভ্রমরের মতো। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য মহাভাগবত শ্রীল রূপ গোস্বামী নিজেকে একজন ভ্রমরের সঙ্গে তুলনা করে সেই পদ্ম-মধুর সম্বন্ধে এইটি গান গেয়েছেন।
    - দেব ভবন্তং বন্দে.........
- ভক্তদের বিনয় – ভক্তেরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অবস্থিত হয়েই পূর্ণরূপে তৃপ্ত হন, ভগবানের সর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল দর্শন করার উচ্চাভিলাষ অথবা ভগবানের বলিষ্ঠ বাহুযুগলের দ্বারা সুরক্ষিত হওয়ার বাসনা তাঁরা করেন না। তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই বিনম্র এবং ভগবান সর্বদাই এই প্রকার বিনীত ভক্তদের প্রতি অনুরক্ত।

১.১১.২৭ – অচিন্ত্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলী –

শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকার রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর মাথার উপর শ্বেত ছত্র শোভা পাচ্ছিল, শ্বেত চামর ব্যজন করা হচ্ছিল এবং পুষ্প বৃষ্টির ফলে সারা পথ পুষ্পাচ্ছাদিত হয়েছিল। তখন পীতবাস ও বনমালা শোভিত শ্রীকৃষ্ণকে একসঙ্গে সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুৎ শোভিত ঘন মেঘের মতো মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্রধনু এবং বিদ্যুৎ একসঙ্গে আকাশে প্রকট হয় না।
- ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি – ভগবানের অঙ্গকান্তি ঠিক বর্ষার জলভরা মেঘের মতো। তাঁর মস্তকোপরি শ্বেত ছত্রকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। চামরের আন্দোলনকে চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পুষ্পবর্ষণকে তারকারাজির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাঁর পরনে পীত বসনকে ইন্দ্রধনুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গগনমণ্ডলের এই সমস্ত কার্যকলাপ একসঙ্গে প্রকাশিত হতে পারে না বলে তুলনার দ্বারাও তাদের সামঞ্জস্য নির্ণয় করা যায় না। এই সামঞ্জস্য তখনই সম্ভব যখন আমরা ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির কথা চিন্তা করি।

২৮-২৯ - মাতাদের সাথে বিনিময়

১.১১.২৮ – ভগবান তাঁর মাতাদের প্রণতি জানালেন –

তারপর তাঁর পিতার আলয়ে প্রবেশ করে তিনি দেবকী আদি তাঁর মাতাদের দ্বারা আলিঙ্গিত হলেন এবং তিনি মস্তক অবনত করে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করলেন।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক** – **"ভগবান তাঁর মাতাদের প্রণতি জানালেন"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সপ্ত মাত – শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে সাত প্রকার মাতা রয়েছে- ১) প্রকৃতি মাতা ২) গুরু পত্নী ৩) ব্রাহ্মণ-পত্নী ৪) রাজার পত্নী ৫) গাভী ৬) ধাত্রী, এবং ৭) পৃথিবী।

১.১১.২৯ – মাতৃস্নেহ –

তাঁদের পুত্রকে আলিঙ্গন করে মাতারা তাঁকে তাঁদের কোলে বসালেন। তখন স্নেহবশত তাঁদের স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হতে লাগল, এবং আনন্দাশ্রুর দ্বারা তাঁরা তখন শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত করেছিলেন।

৩০-৩৫ - মহিষীদের সাথে বিনিময়

১.১১.৩০ – ১৬,১০৮ মহিষীদের প্রাসাদে প্রবেশ –

তারপর যেখানে তাঁর ষোল হাজারেরও অধিক পত্নী বাস করতেন, সেই সর্ব অভীষ্টপ্রদ সর্বোৎকৃষ্ট তাঁর প্রাসাদসমূহে ভগবান প্রবেশ করলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "ষোল হাজার মহিষী"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সর্বকামমনুত্তম্ - ভগবান অসীম, অতএব তাঁর বাসনাও অসীম এবং তার সরবরাহও অসীম। সব কিছুই অসীম হওয়ার ফলে এখানে সংক্ষেপে সর্ব-কামম্ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ সমস্ত কাম্য বস্তুর দ্বারা এই সমস্ত প্রাসাদগুলি পূর্ণ ছিল।

১.১১.৩১ – মহিষীদের প্রতিক্রিয়া –

দীর্ঘ প্রবাসের পর পতিকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে দেখে শ্রীকৃষ্ণের পত্নীদের হৃদয় পরমানন্দে পূর্ণ হল, তাঁদের চক্ষু ও বদন লজ্জাবনত হল, এবং তাঁরা তাঁদের আসন এবং চিন্তামগ্ন অবস্থা থেকে তৎক্ষণাৎ উত্থিত হলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবান তৎক্ষণাৎ যতজন মহিষী এবং প্রাসাদ ছিল তত সংখ্যায় নিজেকে বিস্তার করে সেই সমস্ত প্রাসাদে একই সময়ে প্রবেশ করেছিলেন।
- ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ – সাধারণ মানুষ, তা সে যতই শক্তিশালী হোক না কেন, ভগবান যে তাদের সমকক্ষ বা তাদের থেকে নিকৃষ্ট নন সে কথা পৃথিবীপৃষ্ঠে মানুষের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করে যাবার জন্যই তিনি কেবলমাত্র ষোল হাজার পত্নীকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের প্রাসাদে এক সঙ্গে প্রবেশ করেছিলেন। অতএব কেউই ভগবানের সমকক্ষ নয় অথবা ভগবান থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। ভগবান সর্বদাই সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ "ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ" এটি হচ্ছে শাশ্বত সত্য।

১.১১.৩২ – বিভিন্নভাবে মহিষীদের ভগবানকে আলিঙ্গন এবং অনুভূতি চেপে রাখার চেষ্টা –

তাঁদের দুরন্ত ভাব ছিল এতই প্রবল যে লজ্জাশীলা মহিষীরা প্রথমে ভগবানকে তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থলে আলিঙ্গন করলেন। তারপর তাঁরা তাঁকে চোখ দিয়ে আলিঙ্গন করলেন। তারপর তাঁকে আলিঙ্গন করার জন্য তাঁরা তাঁদের পুত্রদের পাঠালেন (এবং তা ছিল নিজেরই আলিঙ্গন করার মতো)। কিন্তু হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! যদিও তাঁরা তাঁদের অনুভূতিকে চেপে রাখার চেষ্টা করেছিলেন, তা সত্ত্বেও, অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁরা অশ্রু বর্ষণ করেছিলেন।

১.১১.৩৩ – ভগবানের শ্রী পাদপদ্ম-যুগলের মহিমা –

শ্রীকৃষ্ণ যদিও সর্বদা একান্তভাবে তাঁদের পাশে অবস্থান করতেন, তবুও তাঁর শ্রী পাদ পদ্মযুগল প্রতিক্ষণ তাঁদের কাছে নব নবায়মান বলে মনে হত। শ্রীলক্ষ্মীদেবী যদিও চঞ্চলস্বভাবা, কিন্তু তিনি ভগবানের পাদপদ্ম কখনো পরিত্যাগ করতে পারেন না। অতএব কোন নারী একবার সেই পদযুগলের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর সেবা থেকে বিরত হতে পারে?

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সর্বোচ্চ পদের চাকরি – সাধারণত মানুষ যখন কারও চাকরি করে, তখন সে সর্বদাই সরকার অথবা রাজ্যের পরম ভোক্তার অধীনে কোন পদ আকাঙ্ক্ষা করে। যেহেতু ভগবান হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরের এবং বাইরের সব কিছুরই পরম ভোক্তা, তাই তাঁর চাকরিতে নিয়োজিত হতে পারলে পরম সুখী হওয়া যায়।

১.১১.৩৪ – আসুরিক নেতাদের মাঝে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধবিগ্রহের প্ররোচনা দেন –

(দৃষ্টান্ত) - বায়ু যেমন বাঁশে বাঁশে পরস্পর সংঘর্ষণের দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করে বাঁশ বনকে দগ্ধ করে, -

- ঠিক তেমনই পৃথিবীর ভারস্বরূপ অশ্ব, গজ, রথ পদাতিক সমন্বিত বহু অক্ষৌহিণী সেনাযুক্ত দাম্ভিক রাজাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা উৎপাদনপূর্বক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাদের বধ করেছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "আসুরিক নেতাদের মাঝে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধবিগ্রহের প্ররোচনা দেন"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- অবাঞ্ছিত শাসকদের মধ্যে যুদ্ধের কারণ – তিনি তাঁর শক্তির প্রভাবে তাদের মধ্যে শত্রুতা উৎপাদন করেন, ঠিক যেমন বায়ুর প্রভাবে বাঁশের ঘর্ষণের ফলে অরণ্যে দাবানল জ্বলে ওঠে। অরণ্যে বায়ুর প্রভাবে আপনা থেকেই দাবানল জ্বলে ওঠে, সেই রকম ভগবানের অদৃশ্য পরিকল্পনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। অবাঞ্ছিত শাসকেরা, তাদের ভ্রান্ত ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে আদর্শগত বিরোধের ফলে পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং তার ফলে তাদের সমস্ত ক্ষমতা ক্ষয় হয়ে যায়।

১.১১.৩৫ – ভগবানের নরলীলা –

সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে প্রাকৃত লোকের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ রমণীদের মধ্যে অবস্থান করে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "ভগবানের গৃহস্থ জীবনের ব্যাখ্যা"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবানের গৃহস্থ জীবন – তাই তাঁর যোগ্য পত্নীদের সঙ্গে গৃহস্থের মতো বসবাস কখনোই জড়জাগতিক ছিল না, এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁর আচরণ জড়জাগতিক যৌন সম্পর্ক বলে কখনও মনে করা উচিত নয়।
- ভগবান সবিশেষ, এবং তাঁর রূপ ঠিক আমাদের মতো – তিনি নির্বিশেষ নন। যেহেতু তিনি অসংখ্য জীবের নায়ক এবং পরম পুরুষ, তাই তিনি কখনও নির্বিশেষ বা নিরাকার হতে পারেন না। তাঁর রূপ ঠিক আমাদের মতো, এবং সমস্ত জীবের যে-সমস্ত প্রবণতা রয়েছে তা পূর্ণরূপে তাঁর মধ্যে রয়েছে।

৩৬-৩৯ - ভগবানের দিব্য চরিত্র

🕮 ১.১১.৩৬ – ভগবানের অবিচল ইন্দ্রিয় –

যদিও পরমাসুন্দরী মহিষীদের গূঢ় ভঙ্গিসূচক নির্মল মনোহর হাস্য এবং সলজ্জ দৃষ্টিপাতে স্বয়ং কন্দর্পও পরাভূত হয়ে হতাশায় তাঁর পুষ্পধনু পরিত্যাগ করেন এবং মহাধৈর্যশালী সাক্ষাৎ মহাদেবও সম্মোহপ্রাপ্ত হন, কিন্তু তবুও তাঁদের মোহিনী বিদ্যা এবং আকর্ষণী শক্তির দ্বারা তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় বিচলিত করতে পারেননি।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবান কেন স্ত্রীসঙ্গ করেন – মুক্তির পথ বা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথ সর্বদা স্ত্রীসঙ্গে করতে নিষেধ করে, তা হলে যে ব্যক্তি ষোল হাজারেরও অধিক পত্নীর প্রতি আসক্ত ছিলেন, তাঁকে কিভাবে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করা যায়? এই প্রশ্ন পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে উৎসুক ব্যক্তি প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপন করতে পারেন। আর তার সেই প্রকার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যই নৈমিষারণ্যের ঋষিরা এই শ্লোকে এবং পরবর্তী শ্লোকে ভগবানের দিব্য প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।
- কামদেবের বাণ – কামদেবের বাণের আঘাতে জর্জরিত হয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চালিত হচ্ছে। স্ত্রী এবং পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণই হচ্ছে জগতের সমস্ত কার্যকলাপের প্রকৃত প্রেরণা।
- ভগবান ঐকান্তিক প্রেম ও সেবার দ্বারাই সন্তুষ্ট হন – তাই তাঁদের রমণীসুলভ আকর্ষণের দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে না পেরে মহিষীরা তাঁদের ঐকান্তিক প্রেম ও সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। অনন্য দিব্য প্রেমের দ্বারাই তাঁরা ভগবানকে প্রসন্ন করতে পেরেছিলেন।

🕮 ১.১১.৩৭ – শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে মায়ামুগ্ধ বিষয়াসক্ত মানুষদের ধারনা –

মায়ামুগ্ধ বিষয়াসক্ত মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণকে তাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে তারা নিরাসক্ত, প্রাকৃত সঙ্গাতীত শ্রীকৃষ্ণকে জড়ের দ্বারা প্রভাবিত প্রকৃতির সঙ্গী বলে মনে করে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মায়াধীশ পরম পুরুষ সম্পর্কে মনোধর্মীদের ধারণা – তিনি যখন জীবের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি নিজের শক্তির দ্বারাই তা করে থাকেন। তিনি কখনই জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন নন, এবং তিনি তাঁর স্বরূপেই অবতরণ করেন। তাঁকে পরম পুরুষরূপে চিনতে না পেরে মনোধর্মী জ্ঞানীরা তাঁর নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিকেই সব কিছু বলে মনে করে। এই প্রকার ধারণা বদ্ধ জীবনেরই পরিণাম।

🕮 ১.১১.৩৮ – ভগবান ও ভক্ত উভয়েই প্রকৃতির গুণ-প্রভাবের উর্দ্ধে –

পরমেশ্বর ভগবানের এমনই ঐশী প্রভাব-প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত মায়া-প্রপঞ্চে অবস্থিত হয়েও তিনি প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তেমনই তাঁর চরণাশ্রয় গ্রহণ করেছেন যে সকল ভক্ত, তাঁরাও জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভক্তরাও প্রকৃতির গুণ-প্রভাব থেকে মুক্ত – তাঁর জ্ঞানবান ভক্তরা পর্যন্ত জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না।
- উদাহরণ – বৃন্দাবনের মহান ষড় গোস্বামীগণ সকলেই ছিলেন অত্যন্ত ধনী এবং সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভুত, কিন্তু তাঁরা যখন বৃন্দাবনে ভিক্ষু জীবন অবলম্বন করেছিলেন, তখন আপাতদৃষ্টিতে তাঁদের অত্যন্ত দারিদ্র্যগ্রস্ত বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন পারমার্থিক সম্পদে সব চাইতে ধনী।
- এই প্রকার মহাভাগবত বা সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরের ভক্তরা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিচরণ করলেও কখনও মান অথবা অপমান, ক্ষুধা অথবা তৃপ্তি, নিদ্রা অথবা জাগরণের দ্বারা কলুষিত হন না, যা হচ্ছে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের ক্রিয়া। তেমনই, তাঁদের কেউ কেউ জড় জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে বলে মনে হলেও তাঁরা কখনও তার দ্বারা প্রভাবিত হন না।
- জীবনের এই শান্তভাব প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত চিন্ময় স্তরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না।

🕮 ১.১১.৩৯ – নাস্তিক ও প্রেমীভক্তগণ উভয়েই ভগবানের মহিমা জানেন না –

সেই সরলা ও অবলা স্ত্রীগণ তাঁদের প্রিয়তম পতি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা না জেনে মোহবশত তাঁকে তাঁদের বশীভূত ও একান্ত অনুগত বলে মনে করতেন। নাস্তিকেরা যেমন ভগবানের পরমেশ্বরত্ব উপলব্ধি করতে পারে না, তেমনই তাঁরা তাঁদের পতির মহিমারাজির পরিসীমা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না।

❁ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – **"ভগবানের স্ত্রীগণ তাঁর মহিমা জানেন না"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- যোগমায়ার প্রভাব – ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিষীরা যোগমায়ার প্রভাবে ভগবানের অন্তহীন মহিমা বিস্মৃত হয়েছিলেন, যাতে ভগবানের সঙ্গে তাঁদের ভাবের আদান-প্রদানে কোন প্রকার ত্রুটি না থাকে, এবং তাঁরা যাতে মনে করতে পারেন যে ভগবান নির্জনে তাঁদের সঙ্গ লাভের অভিলাষী তাঁদের বশীভূত পতি।
- মহামায়ার প্রভাব – পক্ষন্তরে বলা যায় যে, ভগবানের পার্ষদেরাও পর্যন্ত পূর্ণরূপে ভগবানকে জানতে পারেন না, তা হলে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনাকারী অথবা মনোধর্মী জ্ঞানীরা তাঁর অপ্রাকৃত মহিমা জানবে কি করে?